আলমডাঙ্গায় ১৭ বছর পর উপজেলা আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় ১৭ বছর পর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ মাঠে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। পরে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি।

উপজলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গণুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, নির্বাচনে নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থীদের কোন পদ দেয়া হবে না। দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পদায়ন করা হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আজগার টগর এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন।

পরে বিকেল ৫ টার দিকে দ্বিতীয় অধিবেশনে শুরু হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে আবু মুসাকে সভাপতি ও ইয়াকুব আলী মাষ্টারকে সাধারণ সম্পাদক করে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষনা করা হয়। উ

ল্লেখ্য- সব শেষ গত ২০০৫ সালের মার্চ মাসে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ উপলক্ষে ব্রিফিং

বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি কনস্টেবল(টিআরসি) নিয়োগ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার ব্রিফিং অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (বিপিএম-সেবা) ব্রিফ করেন।

পুলিশ সুপার মহোদয় বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি কনস্টেবল(টিআরসি)পদে নিয়োগ প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে বলেন,আগামীকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইন্স মাঠে কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।নিয়োগের ভিত্তি হবে যোগ্যতা এবং শুধুমাত্র যোগ্যতা।সকল প্রার্থীর সামনে খোলা মাঠে শারীরিক পরীক্ষা হবে। কাজেই কাউকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার কোন সুযোগই নেই।লিখিত পরীক্ষার খাতা কোডিং করে নাম ঠিকানা লেখা অংশ রেখে শুধু উত্তর লেখা অংশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ প্রেরণ করা হবে। ভিন্ন বোর্ড খাতা মূল্যায়ন করবে। যারা খাতা দেখবে তাদের পক্ষে কার খাতা সেটা দূরে থাক, কোন জেলার খাতা সেটা বুঝারও কোন সুযোগ নেই।

সর্বাধুনিক এই নিয়োগ পদ্ধতিতে পুলিশ সুপার বা অন্য কোন সদস্যের কাউকে সহায়তা করার সুযোগ নেই।তাই অযথা প্রতারিত হবেন না। কেউ যদি টাকা পয়সা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে চাকুরীর আশ্বাস দেয় তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন সে প্রতারক। প্রতারককে পুলিশে সোপর্দ করুন। ছোট দেশ, পুলিশের উর্ধ্বতন অনেক কর্মকর্তার সাথে অনেকের পরিচয় বা আত্মীয়তা থাকতেই পারে। তারা আপনার সামনে থেকে তাদের ফোন করে কুশল বিনিময় করে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি পরীক্ষায় না টিকলে পুলিশ বা অন্য বিভাগের কোন কর্তাব্যক্তির কোন ক্ষমতায় নাই আপনাকে পুলিশের চাকুরী দেবার। যদি কেউ আশ্বাস দিয়ে থাকে তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন সে ঠক,ভন্ড, প্রতারক।আসলে শুধু কর্মকর্তা নন, কারোরই ক্ষমতা নেই আপনাকে চাকুরী দেবার। আপনাকে চাকুরী দিতে পারেন কেবল আপনিই,সকল পরীক্ষায় ভালো করে। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কাউকেই বিশ্বাস করবেন না, নিজের উপর আস্থা রাখুন। কোনভাবেই প্রতারকের খপ্পরে পড়বেন না যেন।

তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার সবর্ত্র সাদা পোষাকে

গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আসন্ন কনস্টেবল(টিআরসি) নিয়োগে অবৈধ্যভাবে জড়িত কারও সন্ধান পেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চরণ করে বলেন,অসদুপায়ে কনস্টেবল(টিআরসি)নিয়োগের সাথে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।পুলিশের কোন সদস্য নিয়োগের সাথে জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ব্রিফিং সেশন শেষে পুলিশ সুপার সকল পুলিশ সদস্য ও বোর্ড সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ অবস্থান থেকে অর্পিত দ্বায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের আহবান জানান।

ব্রিফিং সেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) কনক কুমার দাস, সহকারি পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃ মুন্না বিশ্বাসসহ নিয়োগ বোর্ড সংশ্লিষ্ট অফিসার ফোর্সগন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপনের লক্ষে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের উদ্দ্যেগে প্রস্তুতি সভা করেছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে প্রতিষ্ঠানের মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দিবসটি যাথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালনের লক্ষে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এসময় উপস্থিত থেকে আরো আলোচনা করেন, মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি)

আশরাফুল আলম ভূইয়া, মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষন) মাসুদ রেজা, কেরুজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, জুনিয়র অফিসার (ভুমি) জহির উদ্দীন, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দীন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত মিলন, সহ-সভাপতি বাবুল আক্তার, সাধারণ সম্পাদক ও চিনিকলের মেম্বর সালাউদ্দিন সনেট, সাংগঠনিক সম্পাদক শিপলু।

আলোচনা সভায় মুক্তি যোদ্ধাদের বিষয় প্রাধান্য দিয়ে কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির অহংকার ও শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমি প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে যতদিন দায়িত্বে থাকবো ততদিন মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের প্রজন্মের জন্য কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ।

কলূষমুক্ত সমাজ গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীহিম

এবারের একুশে মেলায় চিকিৎসক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটির মোড়ক উন্মোচন ও সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দর্শনা প্রেসক্লাবে।

রোববার বিকালে প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন ও সংবর্ধনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু বলেন, বই জ্ঞানের প্রতীক।

নতে হলে পড়তে হবে। যে যত বেশী বই পড়বে, সে তত বেশী জ্ঞান অর্জন করবে। অজানাকে জানতে বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। সুশিল সমাজ গঠনে বেশী বেশী সাহিত্য চর্চা করতে হবে। সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের হৃদয়ে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে কলূষমুক্ত সমাজ গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীহিম। দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন হাফেজ নেছার উদ্দিন।

পরে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয়। দর্শনা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে একুশে মেলায় প্রকাশিত অনুসন্ধানি মূলক “ইতিহাসের খোজে তিন গোয়েন্দা” ও শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ “বাংলার মধূমাস”র লেখক চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন সংবর্ধিত লেখ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। আলোচনা করেন, কেরুজ চিনিকলের এডিএম শেখ শাহাব উদ্দিন, কবি আবু সুফিয়ান, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন।

সাংবাদিক হানিফ মন্ডলের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শাহজামাল, সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, কবি ডা. খালেদা খানম, মুর্শিদ, শাপলা, রানা বিশ্বাস, মিঠু বিশ্বাস প্রমুখ।।

চুয়াডাঙ্গায় ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত ভতুর্কি মূল্যে চুয়াডাঙ্গায় টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রবিবার সকাল দশটার সময় পবিত্র রমজান উপলক্ষে ভর্তুকি মূল্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিম্নআয়ের পরিবারের নিকট টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রয় কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গায় ১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার (ছেলুন)।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশমতে সারাদেশের ১কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ডের মাধ্যমে তিনটি পণ্য বিতরণ আজ থেকে শুরু হয়েছে।

দেওয়া হবে, চিনি ও মসুর ডাল দুই কেজি, তেল দুই লিটার। রমজানের আগে ও রমজানের মধ্যে দুই দফা এক কোটি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে কার্ডের ভিত্তিতে টিসিবির পণ্য বিক্রি করবে।

এসময় তিনি আরও বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে দেশ সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাবে।

ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধনকালে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম (বিপিএম-সেবা), চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) সাজিয়া আফরীন,চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন,

আজ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত রোজার আগে প্রথম পর্বে সয়াবিন তেল, চিনি, মশুর ডাল বিক্রি করা হবে।’উপকারভোগী’ পরিবারের মধ্যে প্রতি লিটার ১১০ টাকা দরে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ৫৫ টাকা কেজি দরে ২ কেজি চিনি, ৬৫ টাকা কেজি দরে ২ কেজি মসুর ডাল দেওয়া হবে। এছাড়া ২ কেজি করে ছোলা পাবেন, ৫০ টাকা দরে।

দর্শনায় ১শ ১১ বোতল ফেনসিডিল ৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১শ ১১ বোতল

ভারতীয় ফেনসিডিল ও ০৪ কেজি গাঁজাসহ মোঃ নাহিদ হাসান (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে দর্শনা থানাধীন বড়বলদিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নাহিদ হাসান বড়বলদিয়া গ্রামে আঃ সালামের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম বিপিএম এর নির্দেশনায় দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ এবং পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নিখিল চন্দ্র অধিকারীর নেতৃত্বে বড়বলদিয়া গ্রামের সালামের মুরগীর খামারের সামনে অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। এসময় নাহিদ হাসানকে ১শ ১১ বোতল ফেনসিডিল ৪ কেজি গাঁজাসহ আটক করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই নীতিশ বাদি হয়ে ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। গত শুক্রবারই নাহিদ হাসানকে মাদকসহ আদালতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনার আকন্দবাড়িয়ায় পাওয়ারট্রলির ধাক্কায় আহত শিশুর মৃত্যু

দর্শনায় পাওয়ারট্রলির ধাক্কায় আহত সিয়াম হোসেন নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

নিহত শিশু চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে।
জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ফার্মপাড়া মুকামতলা পাড়ার সেলিম হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (২)।

বৃহস্পতিবার সন্ধা সাড়ে ৭টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার শিয়ালমারী পশু হাট হতে গরু বোঝাই পাওয়ারট্রলি নিয়ে আকন্দবাড়িয়া গ্রামের গোলাম চাঁদের ছেলে আল মামুন বাড়ি ফিরছিল। এসময় গ্রামের মোকামতলা পিচ রাস্তা হয়ে বাড়ি ফেরার সময় সেলিম হোসেনের বাড়ির সামনে পৌছালে রাস্তা পার হওয়ার সময় পাওয়ারট্রলির সঙ্গে ধাক্বা লেগে মারাত্বক ভাবে আহত হয় সিয়াম। এসময় স্থানীয় ও পরিবারের সহযোগীতায় তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

সেখানে নেওয়ারপর তার অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিয়ামের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হাসপাতালে রেফার করেন।
পরিবারের লোকজন এ্যাম্বুলেন্স যোগে রাজশাহী নেওয়ার সময় পথিমধ্যে রাত দেড়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এরপর তাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে স্বজনেরা।
গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সেপটিক ট্যাংক পড়ে প্রাণ গেল ২ শ্রমিকের

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের দাসপাড়ায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও এক যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

শুক্রবার (১৮ মার্চ) সকাল ৭ টার দিকে আনন্দধাম দাস পাড়ার মন্দির প্রাঙ্গণের কাছে একটি সদ্য নির্মিত বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তিরা হলো- কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি এলাকার আনসার পরমানিকের ছেলে রাজমিস্ত্রি শরিফুল পরমানিক (৩৫) ও পাবনা চাটমোহর রেলবাজার এলাকার রাজু কুমার দাস এর ছেলে সাগর কুমার দাস।

রাজু ওই নির্মিত ভবন মালিক নিপেন এর বাড়িতে বসবাস করে আসছিলো। তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে

কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে ।

স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকাল ৭ টার দিকে আনন্দধাম এলাকার দাসপাড়া সদ্য নির্মিত ভবনের নির্মানাধীন বাড়ির সেপ্টি ট্যাংকের ভেতরের সাটারিং খুলতে নেমে রাজমিস্ত্রি অজ্ঞান হয়ে যায় । পরে বাড়ির ওই যুবক চিৎকার দিয়ে সেও সেপটিক ট্যাংকিতে নামলে সেও অজ্ঞান হয়ে যায়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ট্যাংকের ভিতরে তাদের উদ্ধারের চেষ্ঠা চালায়।

ইতো মধ্যে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছে ঘন্টা ব্যাপি শ্বাসরুদ্ধ উদ্ধার অভিযান চালায়। তাদের দুজনকে উদ্ধার হারদি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণে উদ্ধার অভিযান পূর্বে তারা মারা যায়। সেপটিক ট্যাংকে অক্সিজেন না থাকার কারণে তারা মারা গেছে। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের নিকট অক্সিজেন ব্যবসা না থাকার বিষয়ে তিব্র নিন্দা করে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। খবর পেয়ে সকালেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ফায়ার সার্ভিস তাদের দুজনকে উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস পালিত

জীবননগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস পালিত উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে

উপজেলা পরিষদ চক্তরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ হুমায়ন কবির,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ সেলিমা আক্তার,বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে শিশুদের নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

এছাড়া জীবননগর ইসলামি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ জালাল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ২১ মার্চ আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের ত্রি-

বার্ষিক কাউন্সিল

দেড় যুগ পর আগামি ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। এ সম্মেলন ঘিরে উপজেলাজুড়ে আওয়ামী লীগে নেতাকর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ।

সম্মেলনে আগত অতিথিদের বরণ করতে পৌর শহরকে সাজানো হচ্ছে বর্ণিল সাজে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তোরণ নির্মাণের কাজ চলছে। সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাস, উদ্যম, প্রত্যাশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সম্মেলন উদ্বোধন করবেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ বছর পূর্বে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর গত ১৮ বছরে আর কোনো নিয়মিত কমিটি গঠন করা হয়নি।

বিগত কাউন্সিলে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত কমিটি গঠনের পর গঠনতান্ত্রিকভাবে মেয়াদ শেষ হলেও আর কাউন্সিল দেখেনি আলমডাঙ্গা উপজেলাবাসী। সর্বশেষ কাউন্সিলে ১৮ বছর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে পৌর মেয়র আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে ইয়াকুব আলি মাস্টার।

দলের একাধিক সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দেড় যুগ সময় ধরে উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিন বছর পর পর কাউন্সিল হওয়ার কথা থাকলেও নানা কারণেই তা সম্ভব হয়নি।

নতুন পুরাতনের সমন্বয়ে একটি গ্রহণযোগ্য কমিটি হবে বলে নেতৃবৃন্দরা প্রত্যাশা করছেন। দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি ছেলুন জোয়াদ্দারের সিদ্ধান্তের ওপর সবার বিশ্বাস ও আস্থার কথা শোনা যায়। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন দলীয় নেতাকর্মীরা তাই মেনে নেবেন বলে জানায়।

ইতোমধ্যে সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে কার্যকরি কমিটির সভা করে কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলন সফল করতে প্রতিটি ইউনিয়নে

বর্ধিতসভা করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন তোরণ নির্মাণ করে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হবে পৌর শহরকে।

পৌরসভা এলাকার আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে সম্মেলনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আলমডাঙ্গা পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সড়কে দেখা যাবে দৃষ্টিনন্দন তোরণ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন জানান, সম্মেলন ঘিরে তৃণমূল পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে যারা কাজ করবেন আগামী দিনে তাদের প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন, সম্মেলনের প্রস্তুতির প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সম্মেলনের আগের দিনেই শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হবে। সম্মেলন সফল করতে যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রাত-দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।